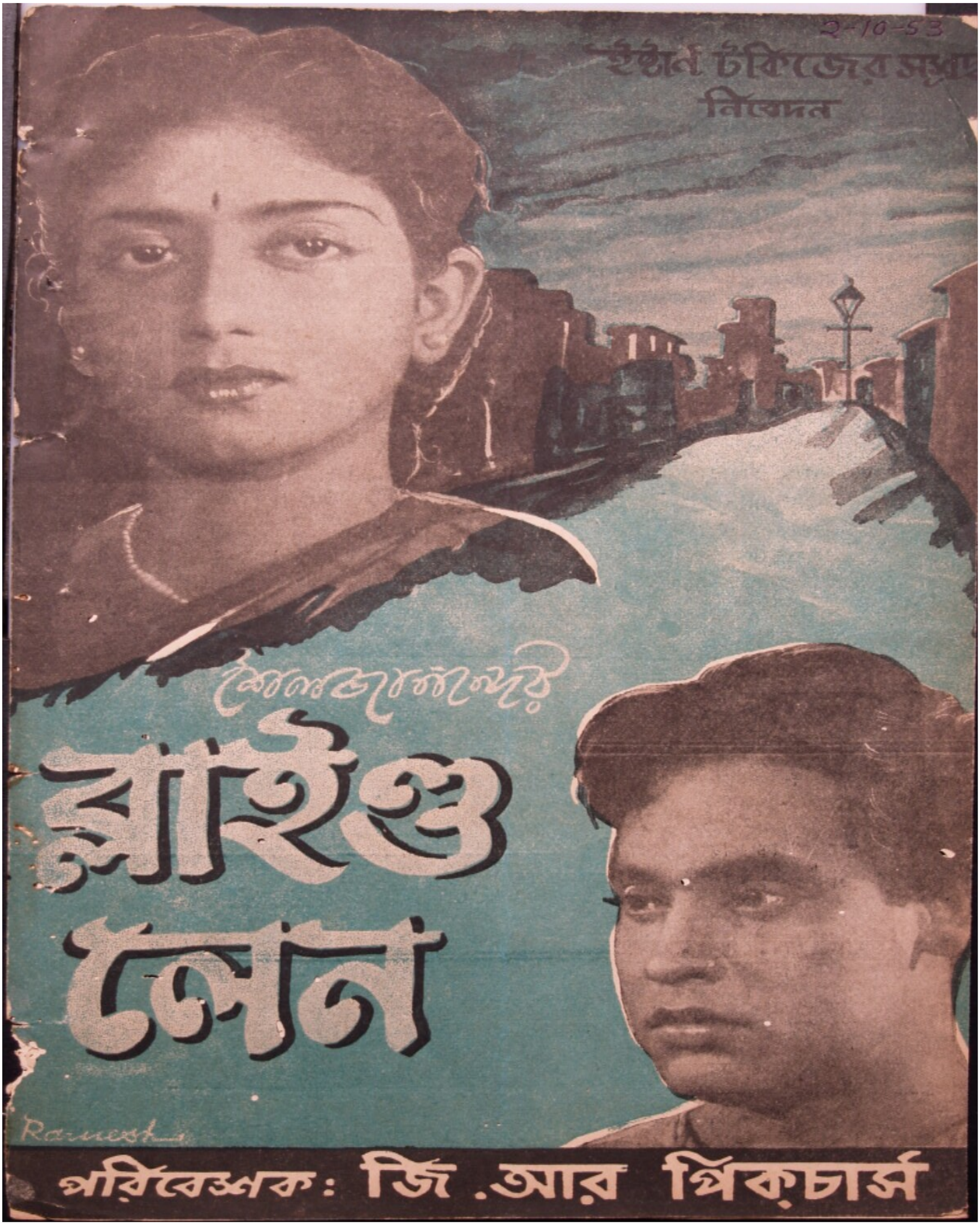

2-10-53
ইষ্টার্ন টকিজের সগর্ব
নিবেদন
শৈলজানন্দের
ব্লাইণ্ড
লেন
Ramesh
পরিবেশক: জি. আর পিক্‌চার্স

ইষ্টার্ণ টকিজের সশ্রদ্ধ নিবেদন—

“ব্লাইণ্ড লেন”

রচনা ও পরিচালনা ঃ **শৈলজানন্দ**

প্রযোজনা : **সুরেন্দ্র রঞ্জন সরকার**

গান : **মোহিনী চৌধুরী**

সুর : **পবিত্র চট্টোপাধ্যায়** * নৃত্য পরিকল্পনা : **ললিত কুমার**

চিত্রগ্রহণ : দিব্যেন্দু ঘোষ

শব্দানুলেখন : সত্য বন্দ্যোপাধ্যায়

পরিস্ফুটন : জগবন্ধু বসু

সম্পাদনা : সুকুমার মুখোপাধ্যায়

সাহায্য করেছেন : প্রসূন ঘোষ, সুনীল চট্টোপাধ্যায়

সাহায্য করেছেন : সমেন চট্টোপাধ্যায়, অমর ঘোষ

সাহায্য করেছেন : প্রফুল্ল মুখোপাধ্যায়, দুর্গা বসু

সাহায্য করেছেন : দেবীদাস গঙ্গোপাধ্যায় ও অমরেশ তালুকদার

পরিচালনায় সহায়তা করেছেন :

মুরলীধর বসু, মোহিনী চৌধুরী, কুবের বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিনয় গুপ্ত

ব্যবস্থাপনা : হারু মজুমদার

‘সেট’ পরিকল্পনা : হীরেন লাহিড়ী ও প্রফুল্ল নন্দী

সাহায্য করেছেন : লক্ষ্মণ, অমূল্য, হীরালাল, দুর্গা, দৈতারী, পচেলী ও বনমালী

‘মেক’ আপ : সুধীর দত্ত

সাহায্য করেছেন : সুরেশ রায় ও বিনয় গুহ

সাজিয়েছেন : সন্তোষ নাথ

আলোক নিয়ন্ত্রণ করেছেন :

বিমল দাস, অমূল্য দাস, হরি সিং, নিরঞ্জন দাস, অজিত দাস ও বাবুলাল

অভিনয় করেছেন ঃ

ছবি বিশ্বাস, পাহাড়ী সান্যাল, বিকাশ রায়, অসিতবরণ, সুখেন, নবদ্বীপ হালদার, নৃপতি চট্টোপাধ্যায়
পশুপতি কুণ্ডু, শ্যাম লাহা, শরৎ চট্টোপাধ্যায়, হরিধন বন্দ্যোপাধ্যায়, ভুপেন চক্রবর্ত্তী

ও

মলিনা দেবী, রেণুকা রায়, সাবিত্রী চট্টোপাধ্যায় রেখা বিশ্বাস, লক্ষ্মী ও সরস্বতী প্রভৃতি।

নিজস্ব ষ্টুডিওয় আর. সি. এ. শব্দযন্ত্রে গৃহীত ও
হাউসটোন্ অটোম্যাটিকে পরিস্ফুটিত।

একমাত্র পরিবেশক ঃ জি, আর, পিকচার্স

মূল্য দুই আনা।

ব্লাইণ্ড লেন—ইংরেজি কথা—মানে বদ্ধগলি। বদ্ধগলি বললে যা বোঝায় তার চেয়ে একটু বেশী এমন এক পরিস্থিতি যেখানে মানুষ স্বেচ্ছায় প্রবেশ ক'রে বেরুবার পথ না পেয়ে বিভ্রান্ত হয়ে পড়ে যেমন হয়েছে আজ মধ্যবিত্ত সকলেই।

শিউলিতলা লেন, কলিকাতা মহানগরীর এক অখ্যাত অবজ্ঞাত বদ্ধগলি। এখানে বাস করে যারা তাদের মধ্যে অধিকাংশই মধ্যবিত্ত—একটি চাকরীকে অবলম্বন করে ভবিষ্যতে সুখশান্তির স্বপ্নে বর্ত্তমানের দুঃখ দুর্দ্দশাকে চেপে রেখে বেঁচে আছে। প্রকাশ এই রকমই একজন—সামান্য আয়, ছোট সংসার, চলে যায় কোন রকমে। তাদের ভবিষ্যৎ, ছোট ভাই বি. এ. পাশ পরেশের একটা চাকরী, তারপরে পরেশের বিয়ে, তার ছেলেপুলেকে কোলে পিঠে করে মানুষ করা—ব্যাস প্রকাশের স্ত্রী মলিনা এতেই তার জীবনটাকে সুখের করে নিতে পারবে।

এদেরই পাশের বাড়ীতে থাকেন বিপত্নীক ফণী সরকার। তাঁর একটি মাত্র সন্তান সুন্দর। দু'বার ম্যাট্রিক ফেল করে সুট্ ও ভুল ইংরেজিকে অবলম্বন করে সে আপিস আপিস খেলা শুরু করেছে। তার এখনকার আপিসের নাম : মাষ্টার এণ্টারটেনার্স। নাচের পার্টি নিয়ে শহরে শহরে নাচ দেখিয়ে বেড়াবার আনন্দেই সে বিভোর। তার বাবা কিন্তু ঠিক অন্য প্রকৃতির লোক। সকলের বিপদেই তিনি এগিয়ে যান এবং যথাসাধ্য সাহায্য করেন।

পাড়ায় যখন কোন গোলমাল হয় তখন তিনিই তা মিটিয়ে দেন। সেবারে প্রকাশকে যখন নোট জাল করার অভিযোগে পুলিশে ধরে নিয়ে গেল, তখন তিনিই প্রকাশকে ছাড়িয়ে আন্‌লেন। আবার নিঃস্ব বিনয় তার বোন রিণিকে নিয়ে যখন কোথাও একটু আশ্রয় পাচ্ছিল না তখন তিনিই তাদের সব ব্যবস্থা করে দিলেন। এই রিণিকে কেন্দ্র করেই শিউলিতলা লেনে এক নাটকীয় পরিস্থিতির উদ্ভব হলো।

একটি সুন্দরী নাচিয়ে মেয়ের অভাবে সুন্দরের দল বাইরে যেতে পারছে না। রিণিকে পেলে তাদের দল বেশ ভালোই চলে। সুন্দর একদিন তাকে মাসে হাজার টাকা মাইনের লোভও দেখিয়ে এলো। কিন্তু ফল কিছুই হলো না। এদিকে পান্নালালের স্ত্রী রিণির সঙ্গে পরেশের বিয়ের ব্যবস্থাও ঠিক করে ফেলেছে—পরেশের দাদা-বৌদির মত আছে এই বিয়েতে। পরেশের একটা চাকরী হলেই বিয়েটা হয়ে যায়।

এমন সময় প্রকাশের বাড়ীতে এলো কানাই - প্রকাশের শালীর ছেলে। বাবা ও মা মারা যাওয়ার পর আর কোন আশ্রয় না পেয়ে সে এসেছে মাসির কাছে থাকবে বলে। মাসিকে বল্‌লে: "আমার আর কেউ নেই মাসি, আমি চাকরের মত থাকবো। আমাকে তাড়িয়ে দিস্‌নি মাসি— আমার আর কেউ নেই।"

দু-দিনেই কানাই পাড়ার সকলেরই প্রিয় হয়ে উঠল—সবারই ফাই ফরমাস খাটে সে। একে কেন্দ্র করে গড়ে উঠলো প্রকাশের শান্তির নীড়ে বিরাট এক অশান্তি যাতে শিউলিতলা লেনের সমস্ত অধিবাসিই পড়লো জড়িয়ে।

ঘটনাচক্রে কানাইএর হলো অপমৃত্যু। অখ্যাত শিউলিতলা লেন লোকারন্য হয়ে গেল। পুলিশ এলো, 'এম্বুলেন্স' এলো, মৃতদেহ নিয়ে গেল 'ময়না'-ঘরে।

পুলিশের কাছে পরেশ বল্‌লে: "আমি কানাইকে মেরে

ফেলেছি। একটা ঢিল ছুঁড়েছিলাম তাইতে সে মরে গেছে।"

পরেশের বৌদি বল্‌লে: "আমি মেরেছি কানাইকে, আমাকে বাঁচাবার জন্য ঠাকুরপো মিথ্যে কথা বলছে।"

কে মারলে কানাইকে?

কেন এই শিশু হত্যা?

এই বীভৎস পরিস্থিতির উৎস কোথায়?

আমাদের জীবনের সব রাস্তাই কী আজ ব্লাইণ্ড লেন?
বস্তিগুলির অসহ্য পরিস্থিতি থেকে উদ্ধারের কী
কোন উপায়ই নেই?

সুনিপুন হস্তের মাধ্যমে এই সব প্রশ্নেরই উত্তর পাবেন রূপালি পর্দ্দায়!

গান

[১]

কী দেব আমি অঞ্জলি চঞ্চল তব চরণে
বরণ ডালায় নাই প্রদীপ প্রদীপ জ্বেলেছি নয়নে
ফুল যদি চাও প্রিয়তম
হৃদয় পদ্ম নাও মম হৃদয় পদ্ম নাও মম
ফুল যদি চাও প্রিয়তম
তোমার পরশ পিয়াসে পরাণ
কম্পিত সুখ স্বপনে
দেবতা আমার দয়িত আমার ব্যাথার ব্যথী আমার
তুমি চির আপনার
কী তোমার পূজা জানি না গো জানি না
কী তোমার পূজা জানি না গো
সংগীতে মোর জাগো জাগো
জীবন লীলার সংগী যে তুমি
আমার জীবনে মরণে

—ঝিণির গান

[২]

কে আমায় কাছে চায় কে ভালবাসে ?
যেই আমার খুলি দ্বার কে ছুটে আসে ?
পথিক হাওয়া সে দখিন হাওয়া সে।
কে আমার কাছে চায় কে ভালবাসে ?
ঝিকি মিকি আলোতে কে ভাঙে আমার ঘুম ?
চুপি চুপি আদরে কে আঁকে চোখে চুম ?
কে আমার জানালার আড়ালে হাসে ?
চাঁদ আকাশে সে চাঁদ আকাশে।
কে আমায় কাছে চায় কে ভালবাসে ?
যে আমায় গান শোনায় ডাকে ও পিয়া
ভীরু সে যে উড়ে আসা বন পাপিয়া।
মনে মনে নিরজনে আসা যাওয়া যার
নয়নে সে স্বপনেরি আনে ফুল ভার
এ জীবন এ ভুবন দোলে যার আশে
মরীচিকা সে মরীচিকা সে।
কে আমায় কাছে চায় কে ভালবাসে ?

—ঝিণির গান

[৩]

তীর বেঁধা আমি পাখী ব্যাথায় কাঁদে এ প্রাণ
বোলো না আমায় শোনাতে বলো না আনন্দ কলতান
তীর বেঁধা আমি পাখী।

আমার পৃথিবী রক্তে রোদনে ভরা
যেন বিধাতার অভিশাপ দিয়ে গড়া
পথে পথে আজ বাঁচার পথের মিছে অনুসন্ধান
বোলো না আমায় শোনাতে বলো না আনন্দ কলতান.
তীর বেঁধা আমি পাখী।

অন্ধগলির অন্ধকারে যে অন্ধেরি মত চলি
যত প্রেম ছিল যত গান ছিল ক্ষুধায় দিয়েছি বলি
অন্ধেরি মত চলি।

তবু দাও দাও আরো দাও কাঁদে ক্ষুধা
(হায়) এই বসুধায় কোথায় স্বরগ সুধা
হে মহামানব বলো বলো এ বেদনা
কবে হবে অবসান কবে হবে অবসান ?

—ঝিণির গান.

করালী : নৃত্যের তালে তালে দুলিয়া দুলিয়া
হাই হীলে হিল্লোল তুলিয়া তুলিয়া
ওগো বালিগঞ্জিনী মুক্ত বিহঙ্গিনী
চল চঞ্চল পায়ে চল কি

রিণি : বঙ্কিম ঠামে চলো
বঙ্কিম ঠামে চলো ঝাঁকিয়া বাঁকিয়া
পাঞ্জাবী তলে দেহ পঞ্জর ঢাকিয়া
ওহে নয়নাভিরাম শ্যামবাজারের শ্যাম
বিরহ জ্বালায় তুমি জ্বল কি?

করালী : চল চঞ্চল পায়ে চল কি
ওগো আলেয়া আমার এস কাছে গো

রিণি : (বলি) ব্যাঙ্কে তোমার কত আছে গো

করালী : এই দেখ সুন্দরী আংটী বোতাম ঘড়ি (নাই)
তোমার আশায় ওঠে ঝলকি
চল চঞ্চল পায়ে চল কি

রিণি : নাচিয়া নাচিয়া আমি নাচায়ে নাচায়ে ফিরি
নাচায়ে নাচায়ে ফিরি সবারে

করালী : ও সোনার হরিণী এসো
সোনার শিকলে বাঁধ তোমারে
তুমি চকিতে চমকি সরে যেও না

রিণি : তুমি আকাশের চাঁদ হাতে চেওনা
তব গীতি গুঞ্জনে মম যৌবন বনে
পড়েনা নরম মধু ছলকি
ছলকি ছলকি ছলকি

করালী : চল চঞ্চল পায়ে চলকি

—রিণি ও করালীর গান

চোখে চোখে কে চোখ রেখে মনে মনে দিল দোল
দিল দোল দিল দোল দিল দোল
অঙ্গে অঙ্গে তাই জাগে ভরা অঙ্গে অঙ্গে তাই জাগে
ঝর ঝর ঝরণার কল্লোল কল রোল মনে মনে দিল দোল
দিল দোল দিল দোল দিল দোল চোখে চোখে কে চোখ রেখে
বনের চকোরী বলে চির চাওয়া চাঁদ সে
বনের চকোরী বলে
চঞ্চলা নদী বলে ভাঙ্গে মোর বাঁধ যে
অনুরাগে আঁখি মেলি চম্পা চামেলী জাগে
বলে সে কুণ্ঠা তোল অবগুণ্ঠন খোল
মনে মনে দিল দোল
দিল দোল দিল দোল দিল দোল চোখে চোখে কে চোখ রেখে?
মনের ময়ূর নাচে আয় বঁধু আয়রে
মনের ময়ূর নাচে
মনের ময়ূর নাচে আয় বঁধু আয়রে
যৌবন মৌবনে মধু ঝরে যায় রে মধু ঝরে যায় রে
যায় যে মাধবী রাতি আয়রে জাগার সাথী
নুপুরে জাগায়ে তোল নুপুরে জাগায়ে তোল
রুম্ ঝুম্ ঝুম্ বোল মনে মনে দিল দোল
দিল দোল দিল দোল দিল দোল চোখে চোখে কে চোখ রেখে

—নাচের দলের মেয়েদের গান

মুক্তি পথে ! ★ মুক্তি পথে !!

মুক্তি পথে !!! ★ মুক্তি পথে !!!!

Published by—Eastern Talkies Limited and Printed at Prosanna Printing Press.
26, Bose Para Lane, Calcutta-3.